মহিলা কৃষকদের ধান চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

পতিরাম, ৮ জুন ঃ পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার লক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার মহিলা কৃষকদের ৩ দিন ব্যাপী ধান চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিল মাঝিয়ানের দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। ইটাহার ব্লকের ২৮ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কৃষকদের সঙ্গে ২ জন পুরুষ মিলিয়ে মোট ৩০ জন, আবাসিক এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'শ্রী' (এসআরআই) পদ্ধতিতে ধান চাষ, জৈব সার ও জৈব বিষের ব্যবহার। লোককল্যাণ পরিষদের সহায়তায় তিনদিনের এই ধান বিষয়ক কর্মশালা বুধবার বিকেল নাগাদ শেষ হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রে আয়োজিত ধান চাষ নিয়ে কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ তথা প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন কেভিকের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য সুরক্ষা) শিবানন্দ সিংহ, কৃষিবিজ্ঞানী নকুল মণ্ডল, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী বাপ্পা প্রামানিক এবং মাঝিয়ান আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ তাপস পণ্ডিত।

চারিদিকে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার, উগ্র কীটনাশক প্রয়োগ ও নানান কারণে ফসল ও মাটির স্বাস্থ্য বিপদের সম্মুখীন। এসবের বহুবিধ ক্ষতিকারক প্রভাব দেশের কৃষক সহ সর্বস্তরের মানুষকে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। এই অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত হচ্ছে জৈব পদ্ধতিতে ধান চাষ। তিনদিনের প্রশিক্ষণে পার্শ্ববর্তী জেলার মহিলা কৃষকদের 'শ্রী' পদ্ধতিতে জৈব সার ও জৈব বিষ প্রয়োগ করে কীভাবে ধান চাষ করা যায় তার বিশদ রূপরেখা তুলে ধরা হয়। শুধু তাই নয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও জৈব বিষের উপকারিতা ঠিক কতখানি বেশি তা সবিস্তারে হাতে কলমে দেখানো হয়। নানান অসুখ বিসুখের হাত থেকে বাঁচতে এবং পরিবেশকে সুস্থ সুন্দর রাখতে জৈব পদ্ধতিই যে, বর্তমানে সেরা পদ্ধতি তা কৃষি বিজ্ঞানী তথা প্রশিক্ষকেরা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করে দেন। প্রশিক্ষক শিবানন্দ সিংহ বলেন, 'শ্রী' পদ্ধতিতে জৈব সার ও জৈব বিষ প্রয়োগে খরচ যেমন অনেক কম, তেমনি ফলন বেশ ভালো। কেভিকের প্রধান ডঃ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে এবং মানুষ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য জৈব চাষ পদ্ধতি বর্তমানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও জৈব চাষ পদ্ধতিকে বেশি করে কার্যকরী করার আহ্বান জানান এই বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী ইটাহার ব্লকের মহিলা কৃষকেরা সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, অন্য জেলা থেকে মাঝিয়ানে প্রশিক্ষণ নিতে এসে তিনদিনে তাঁরা অনেক কিছু শিখেছেন। গ্রামে ফিরে এবার জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা ধান সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করতে চান।

বিজ্ঞাপনদা